Aslaf Academy

লেকচার ২৬ : বাচ্চাদের সাথে খুনসুটিতে নবীজি ﷺ

কোর্সঃ সিরাহ

www.aslafacademy.com

প্রশিক্ষক: আহমাদুল্লাহ আল - জামি

লেকচার ৫ : বাচ্চাদের সাথে খুনসুটিতে নবীজি ﷺ

ছোটদের প্রতি ভালোবাসা -

সাহাবীরা ছিলেন জাহেলি যুগের মানুষ। জীবন ছিলো অন্ধকার পঙ্কে ভরা। হঠাৎই জীবনে আলোর যে প্লাবন এসেছিলো, তা হৃদয়কে আলো-ঝলমল করে তুললেও জীবনের খাঁজে লুকিয়ে থাকা সকল কালিই কিন্তু একদিনে মুছে যায়নি। দরবারে-নবুওতে দিন-রাতের আনাগোনা তাঁদের শিখিয়েছিলো জীবন কত উৎসবভরা এক বাগানের নাম। রাসূলের দরবার থেকে শিখে কত সাহাবী প্রথম হাসতে শিখেছিলো; প্রথম বুঝতে শিখেছিলো, প্রেয়সী দাসী নয়, জীবনের একমাত্র বন্ধু। বাবা- মায়ের সাথে সুন্দর আচরণ করতে শিখেছিল। শিশুরা যে হাসে, সে হাসিতে ছড়িয়ে পড়ে জান্নাত, এসব বুঝতে শিখেছিলো। আসলে, পুরো জীবনের দিকেই এক বিস্ময়করা চোখ নিয়ে তাঁরা তাকাতে শিখেছিলো।

তেমনই একটি ঘটনা। সাহাবীরা নবীজির (সঃ) সামনে বসে আছেন। হচ্ছে সাধারণ বা গুরুত্বপূর্ণ কোনো আলাপ। আকরা নামের একজন সাহাবীও বসা। তিনি লক্ষ্য করছেন নবীজির (সঃ) সবকিছু। নবীজি (সঃ) কথা বলছেন বা বলছেন না, শুনছেন সাহাবীদের কথা—তিনি লক্ষ্য করছেন; কিন্তু কিছুই বলছেন না। এমন সময় হঠাৎ মজলিসে এলেন ছোট্ট হাসান। রাসূলের মমতা নিবদ্ধ হলো ছোট্ট নাতির প্রতি। মজলিসে ছেদ পড়লো। রাসূল (সঃ) হাসানকে জড়িয়ে ধরলেন। চুমু খেলেন হাসানকে। খুব তৃপ্ত আর আনন্দিত দেখা গেলো বুঝি নবীজিকে (সঃ) । আকরা কিন্তু দেখছেন সব—ছোট্ট হাসানের আসা, নবীজির তাঁর প্রতি মনোযোগী হওয়া, মজলিসে ছেদ, রাসূলের হাসানকে চুমু খাওয়া। তাঁর মনে কৌতুহল তৈরি হলো। তিনি তো তার সন্তানের সাথে করেন না এর কিছুই, অথচ রাসূল (সঃ) করছেন! এতক্ষণ চুপ করে বসে থাকা আকরা কথা বলে উঠলেন। বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমার দশ সন্তান। আমি কখনো ওদের চুমু খাইনি।' রাসূল আকরার দিকে একবার তাকালেন। একটু পরে বললেন এমন একটি কথা, যা শিশুদের প্রতি আদর, মমতা ও স্নেহকে অপরিহার্য করে তোলে;

করে তোলে জীবনের একটি অংশও; তিনি বললেন, 'যে মমতা দেখায় না, তার প্রতি মমতা দেখানো হয় না।'[1]

সবচেয়ে মজার ব্যাপার ঘটতো গ্রাম্য কোনো ব্যক্তি নবীজির (সঃ) কাছে এলে। সাহাবীরাও এইসব গ্রাম্য মানুষদের আসার দিকে উন্মুখ হয়ে থাকতেন। কেননা, রাসূলের (সঃ) কাছে যে সাহাবীরা থাকতেন, তাঁরা রাসূলের সাথে থাকতে-থাকতে বুঝতেন, তিনি কে আর কত উঁচু তাঁর মর্যাদা। তাই কখনো প্রশ্ন মনে আটকে থাকলেও অনেককিছু বিবেচনায় তা করা হতো না; কিন্তু এই গ্রাম্য আলাভোলা সাধারণ মানুষগুলো এলে তাঁদের খুব আনন্দ হতো; এরা নানা সাধারণ আর গুরুত্বপূর্ণ-অগুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করতো; রাসূল সেসবের জবাব দিতেন। এই প্রশ্ন-উত্তরের বাহানায় তাঁদের অনেক কিছু জানা হয়ে যেতো, কখনো মিলে যেতো তাঁদের অনেক প্রশ্নের জবাবও। বেদুইনদের আসার দিকে তাঁদের উন্মুখ হয়ে থাকার এ-ই ছিলো কারণ।

সেরকমই একবার এক বেদুইন এসে বললো, 'আপনারা আপনাদের সন্তানদের চুমু খান, আমরা এটা কখনোই করি না।' নবীজি (সঃ) বললেন, 'আল্লাহ যদি তোমার অন্তর থেকে দয়ামায়া উঠিয়ে নেন, তো সেই ব্যাপারে আমাদের কী করার আছে।'[2]

রাসূলের (সঃ) এই কথা এমন শিক্ষাই দিয়ে গেলো যে, সন্তান বা শিশুদের চুমু দেওয়া মমতার প্রকাশ। তা থেকে দূরে থাকা ভাব-গাম্ভীর্যতার কোনো আলামত না, বরং আল্লাহ যে ওই ব্যক্তির অন্তর থেকে মমতা সরিয়ে দিয়েছেন, তারই চিহ্ন এসব।

বাস্তব অর্থে, এইসব মমতা ও হৃদয়বাদী আচরণ শিশুদের মন-মনন ও স্বাভাবিক বেড়ে ওঠার পক্ষে এক প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনা। এই ব্যবস্থাপনার আওতায় শিশুর বিকাশ ও প্রবৃদ্ধি যত সুন্দর উপায়ে হয়, এর বিপরীত আচরণে শিশুর বেড়ে ওঠাটা রাসূলের শিক্ষাও না। আবার প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনাও না।

---

[1] সহিহ মুসলিম, হা. ২৩১৭

[2] সহিহ মুসলিম, হা. ২৩১৮

একবার ভর দুপুরে নবীজি (সঃ) মসজিদে নববি থেকে বের হলেন। আসহাবুস সুফফার নিয়মিত সাহাবী আবু হুরায়রা তখন মসজিদেই। কিন্তু নবীজি (সঃ) হঠাৎ কোথায় চলছেন?—প্রশ্ন সাহাবী আবু হুরায়রার মনে। তাকেও তো কিছু বললেন না নবীজি (সঃ)। হঠাৎ কী হলো? এই ভর রোদে তিনি চলছেন কোথায়? আবু হুরায়রা এইসব প্রশ্ন ভাবতে-ভাবতেই নবীজির (সঃ) পিছু নিলেন। নবীজি (সঃ) একমনে হাঁটছেন। কোথাও থামছেন না। প্রখর রোদে প্রচণ্ড ঘামছেন। দেখতে-দেখতে বনু কায়নুকার বাজারে এসে নবীজি (সঃ) থামলেন। এরপর কন্যা ফাতেমার বাড়ির পথ ধরলেন। ফাতেমা রা. বাচ্চাদের নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। খাওয়াচ্ছিলেন বা কাপড় পরাচ্ছিলেন। তিনি ঘরের আঙিনায় ঢুকেই বললেন, 'বাচ্চারা কোথায়? আছে কি?' একটু পরে নবিজির (সঃ) আগমন টের পেয়ে ছোট্ট হাসান দৌড়ে এলেন। নবীজি তাঁকে চুমু খেলেন। হাসানকে আদর দিতে-দিতে বললেন, 'হে আল্লাহ, ওঁকে তুমি ভালোবেসো; ওঁকে যারা ভালোবাসবে, তাদেরও ভালোবেসো।' [3]

আবু হুরায়রা (রা) নবীজির (সঃ) এমন হঠাৎ অস্থিরতার কারণ বুঝতে পারলেন; এবং তিনি ভালোভাবে নিরিখ করলেন, হাসানকে আদর করা ছাড়া আর অন্য কোনো কাজ তাঁর এই ভরদুপুরে ছিলো না। শুধু হাসানকে দেখার জন্য তিনি এমন অস্থির হয়ে পড়ছিলেন। তিনি ভাবছিলেন, এই খুব সাধারণ মানুষটি, যাঁর কিনা বুকের তলটা উথালপাথাল হয়ে যায় ভরদুপুরে নাতির জন্যে —এই সাধারণ মানুষটিই কি-না পয়গম্বর, তাঁর কাছে আসে ওহি, জিবরীল নেমে আসেন তাঁর জন্যে। সাধারণে আর অসাধারণে মিলানো এই মানুষটাই নবীজি (সঃ), শিক্ষক, আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। আবার তিনিই স্বামী, বাবা, নানা।

এরপর এরকম ঘটনা তাঁর জীবনে আরও অনেক দেখেছেন আবু হুরায়রা (রা) ও অন্যান্য সাহাবীরা। এসব দেখে জীবনের সাথে বোঝাপড়াগুলো তাঁরা শিখেছিলেন। জেনেছিলেন, ইসলাম কোনো বনে বাদাড়ে সাধনা করার নাম নয়, ইসলাম মূলত জীবন; জীবনের যা কিছু প্রয়োজন ও অপ্রয়োজন, তার সাথেই ইসলামের চলা। জীবনের এমন কোনো ঘাট নেই, নেই এমন কোনো পথ, হোক তা জাগতিক বা অপার্থিব ব্যাপার, যেখানে মানুষ থেমে গেছে, অথচ

[3] সহিহ বুখারি, হা. ৩৭৪৯; সহিহ মুসলিম, হা. ২৪২২

ইসলাম বলে দেয়নি কোনো সমাধান; জীবনের এমন কোনো ঘাট নেই, নেই এমন কোনো পথ। নবীজির (সঃ) জীবনের সাথে চলতে-চলতে এই বাস্তবতা তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন।

আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দশো বছর পেছনে গিয়ে কি আমরা আরবের মরুর পথের তিন মাইল দূরত্বের কী ঝক্কি, সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবো? সেই কষ্টকর সময়ক্রম ঘেঁটেই আমরা দেখতে পাবো, একজন মানুষ, যাঁর কাঁধে নবুওতের পাহাড়সম দায়িত্বের ভার, একটি রাজ্যের ভালো-মন্দ শাসনের সকল বিষয়-আশয় যার হাতে, সেই মানুষটিই মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে 'আওয়ালী' অঞ্চলে যাচ্ছেন। যাচ্ছেন না মহাকালের কোনো অংশ হতে, যাচ্ছেন তাঁর পুত্র ইবরাহিমকে ছুঁয়ে দেখতে, চুমু খেতে, ওঁর নরম তুলতুলে শরীরের ঘ্রাণ নিতে। তবু হয়ে যাচ্ছেন মহাকালের অংশ। তার বিভূতিময় এই জীবনাচারই আমাদের ঘুরে দাঁড়াতে শেখায়, শেখায় অর্থ-বিত্ত-কাজ-দায়িত্ব এসবই কেবল জীবন নয়, জীবনের এক মোড়ে জুলজুল জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অপত্যস্নেহ, সন্তান ও নাতি-নাতনির প্রতি ভালোবাসা, সংসারের প্রতি গভীর অকৃত্রিম স্বাভাবিক সহজাত এক টান; যাকে কখনো আলগোছে সরিয়ে রাখা যায় জীবনের প্রয়োজনে, কিন্তু ওই আলগোছে সরানোটা কাজের নিমিত্তে মাত্র; এরপর ওখানেই জীবন।

এসব তো নাতি-নাতনির প্রতি ভালোবাসার আখ্যান। নবীজি (সঃ) তার মেয়েদেরকে বড় হওয়ার পরও কী অসম্ভব ভালোবাসতেন, সিরাতের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে সেসব সৌন্দর্য।

শিক্ষণীয় বিষয় -

আমাদের অনেকে ভাবতে পারেন যে, আমরা তো বাচ্চাদের ভালোবাসি-ই। না, এটা ভুল ধারণা। আমরা সবাই বাচ্চাদের ভালোবাসি না। এই সমাজে এমন মানুষও আছে, যে তার সন্তানকে মুখে তুলে কখনো খাওয়ায়নি। বিশেষ করে নিজের মেয়েকে। এবং এটাকে তাকওয়ার কাজ মনে করে। তাদের জন্য এই দরস। আমরা তো আসলে দ্বীন থেকে অনেক দূরে। নিজে যা বুঝি, মনে করি ঐটাই দ্বীন। অথচ, বিষয়টা পুরোপুরি ভিন্ন। আবার অনেকে ভাবি, সন্তানকে তো অনেক আদর করি! হয়তো আপনিও প্রকৃত আদর করেন না। সন্তানের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা এটাও যে, তাকে আদর্শ মানুষ বানাবেন। তাকে দ্বীন শেখাবেন। এটাও যদি আমরা না করি, তাহলে সন্তানকে ভালোবাসার হক আমরা আদায় করছি না। আল্লাহ আমাদের সবাইকে বোঝার তাওফিক দান করুন আমিন।